



## PRESS CLIP

Publication:- Ei Samay

Date: - 14<sup>th</sup> May 2020

Page :-03

Online panel discussion on “ COVID-19's Impact and Way Forward for India: An Economic Assessment” on 13<sup>th</sup> May organized by The Bengal Chamber

## দেশে যেন লাইসেন্স রাজ ফিরে না আসে: কৌশিক বসু

এই সময়: ভারত ফের যাতে 'লাইসেন্স রাজ' বা 'পারমিট রাজ' আমলে ফিরে না যায় সে বিষয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক থাকতে হবে। বুধবার বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'কোভিড-১৯'স ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড ফর ইন্ডিয়া: অ্যান ইকোনমিক অ্যাসেসমেন্ট' শীর্ষক আলোচনাসভায় এ কথা জানান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু।

দেশে ব্যবসা চালাতে লাইসেন্স এবং নিয়মের গোরুর মধ্যে দিয়ে এক সময় যেতে হত সংস্কাঙ্গুলিকে। ১৯৯১ সালে ব্যবসায় উদারিকরণ নীতির মাধ্যমে সেই প্রথা বিলোপ করা হয়। এ দিন কৌশিক বলেন, 'লাইসেন্স এবং পারমিট রাজের আমলে দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয়েছিল। ১৯৯১ সালে সব থেকে বড় সংস্কার দেখে ভারতীয় অর্থনীতি, যা সার্বিক চিত্র বদলে দেয়। করোনায় পরিস্থিতিতে বর্তমানে ফের সেই পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু, দেশের শিল্প সংস্থা, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যক্তির কেউই ফের এক ভুল করতে রাজি নয়।'

প্রতিটি বিষয়ের জন্য অনুমোদন নিতে হবে আমরা যেন এমন ব্যবস্থার দাসে পরিণত না হই। মানুষ যাতে দ্রুত নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, তিনি জানান।



অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে বাজারের চাহিদা দমিয়ে দেওয়ার পথে যেন না হটতে হয় সে দিকে নজর রাখতে কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কৌশিক বলেন, 'অর্থনীতিকে স্তব্ধ করে আমরা এবং পুলিশ দিয়ে দেশ চালানোর পথ থেকে যত দ্রুত সরে আসা যায় ততই মঙ্গল। এই ব্যবস্থা কোনও দেশের পক্ষে লাভদায়ক হয়নি, ক্ষতির পথ প্রশস্ত করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা সঠিক দিশাতেই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'রাজকোষ ঘাটতি চিন্তার বিষয় হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সে বিষয়ে মাথা না ঘামানোই শ্রেয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা কী ভাবে লকডাউন

থেকে বের হব, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্র বদলে যাবে। বিজয়ী এবং পরাজিত নির্ধারিত হবে। এই পরিস্থিতির সুযোগ যে দেশ যত বেশি এবং যত দ্রুত কাজে লাগাতে পারবে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি আটকানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

যদিও এ মুহূর্তে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের বদলে সাময়িক পরিবর্তনই গুরুত্বপূর্ণ, সংযোজন কৌশিকের। তাঁর মন্তব্য, 'ভারতে যে হারে বৈষম্য রয়েছে তা কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু এ মুহূর্তে স্থিতাবস্থায় ফিরতে আমাদের হাতে কয়েক মাস সময় রয়েছে। আর এই যাত্রায় কোনও ভুল চলবে না। মার্চ মাসেই ভারত থেকে ১,৬০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ বেরিয়ে গিয়েছে। যার জেরে ভারতে বিনিয়োগ করা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। এই সমস্যার মধ্যেও ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের মতো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। বর্তমান সমস্যার মোকাবিলায় পাশাপাশি আমাদের সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তা হলেই আগামী দিনগুলি আমাদের কাছে সুন্দর হয়ে উঠবে।'